মেহেরপুরে সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরে কাব স্কাউটদের সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্কাউটের আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) সকাল ১১ টার সময় মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে এ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউট ঢাকা সদর দপ্তরের উপ-পরিচালক মতুরাম চৌধুরী।

এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা অঞ্চলের সহকারী পরিচালক দয়াময় হালদার।

কাব স্কাউটের মেহেরপুর জেলা সম্পাদক শরিফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কাব স্কাউটের সদর উপজেলা গ্রুপ সভাপতি আবু লায়েছ লাবলু, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলার কমিশনার রুত ছবি বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা কাপ লিডার ফারুক হোসেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা কাপ লিডার মিনারুল ইসলাম, ইউনিট লিডার নুরজাহান, লায়লা ফেরদৌস, শাহাজাহান প্রমুখ।

কাব স্কাউট মেহেরপুর জেলা শাখার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কাব স্কাউটদের সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতায় জেলার ৪৫ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে।

প্রতিযোগীতায় প্রথম ১০ জন বিজয়ীকে ১০ টি মেগা পুরস্কার, সনদপত্র ও ৩৫ টি শান্তনা পুরস্কার এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়।

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম মনোনয়নপত্র জমা

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপি পন্থি জাতীয়তাবাদি আইনজীবী ফোরাম তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন বুধবার (৯ নভেম্বর) দুপুরের দিকে নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট বিমল কুমার বিশ্বাসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান-সাদ্দাম প্যানেলে মনোনয়নপত্র জমা দেন সভাপতি পদে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট এএসএম সাইদুর রাজ্জাক, সহ-সভাপতি পদে অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আহসান মাহবুবুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আরিফুজ্জামান, কোষাধক্ষ্য পদে অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম সাহেব, এছাড়াও নির্বাহী সদস্য পদে অ্যাডভোকেট মোখলেছুর রহমান খান স্বপন, অ্যাডভোকেট শফিউল আজম খান বকুল, অ্যাডভোকেট সেলিম রেজা গাজী, অ্যাডভোকেট সাইদুর রহমান রিপন, অ্যাডভোকেট সেলিম রেজা কল্লোল, অ্যাডভোকেট খুরশিদা খাতুন এবং অ্যাডভোকেট সেলিম রেজা।

এসময় অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন, সহ প্যানেলের অন্যান্য সদস্য গণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচনে ১৫ টি পদে ১২৬ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের মনোনয়নপত্র জমা

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে বুধবার (৯ নভেম্বর) দুপুরে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ প্যানেল তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

সভাপতি সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভাকেট খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল, সহসভাপতি পদে অ্যাডভাকেট নজরুল ইসলাম, অ্যাডভাকেট গোলাম মোস্তফা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভাকেট কেএম নুরুল হাসান রঞ্জু, অ্যাডভাকেট শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন, কোষাধ্যক্ষ পদে অ্যাডভাকেট রোকেয়া খাতুন, গ্রন্থগার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে অ্যাডভাকেট নুর জামাল।

এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে অ্যাডভাকেট সাইফুল ইসলাম, অ্যাডভাকেট মোশাররফ হোসেন, অ্যাডভাকেট রুথ শোভা মন্ডল, অ্যাডভাকেট মিরাজুল ইসলাম, অ্যাডভাকেট আবুল হাসেম, অ্যাডভাকেট ফয়সাল নাসরুল্লাহ কনক এবং অ্যাডভাকেট রফিকুল ইসলাম রুবেল।

নির্বাচন কমিশনের দায়ীত্বপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভাকেট বিমল কুমার বিশ্বাসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এসময় অন্যদের মধ্যে খন্দকার একরামুল হক হীরা, মেহেরপুর জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভাকেট পল্লব ভট্টচার্য, অ্যাডভাকেট একেএম শফিকুল আলম, অ্যাডভাকেট ইব্রাহিম শাহিন, অ্যাডভাকেট ইয়ারুল ইসলাম, খন্দকার আব্দুল মতিনসহ আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচনে ১৫ টি পদে ১২৬ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। আগামী ২৫ নভেম্বর মেহেরপুর জেলা আইনজীবী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেছেন মেহেরপুরের মেয়ে ড. সামিরা সুলতানা

আমেরিকার তিন্নীসি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মলিকুলার জেনিটিকস বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেছেন মেহেরপুরের মেয়ে ড. সামিরা সুলতানা।

ড. সামিরা সুলতানা মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মো: শহিদুল ইসলামের মেয়ে। গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা ড. সামিরা সুলতানা যাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসি পাশ করেন।

এরপর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে লেখাপড়া শেষ করে চলে যান আমেরিকাতে। আমেরিকার তিন্নীসি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করে জেলাবাসিকে গর্বিত করেছেন এই কৃতি শিক্ষার্থী। ড. সামিরা সুলতানার পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করায় মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার তার সাফল্য কামনা করেছে।

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজকে সংবর্ধণা

মেহেরপুরের নবাগত জেলা ও দায়রা জজ মোঃ শহীদুল্লাহকে সংবর্ধনা দিয়েছে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতি। বুধবার (৯ নভেম্বর) সকাল মেহেরপুর জেলা আইনজীবী ভবন মিলনায়তনে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সংবর্ধিত জেলা জজ মোঃ শহীদুল্লাহ।

জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ কে এম জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস, চিফ জুডিসিয়াল

ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিক, প্রবীন আইনজীবী খন্দকার একরামুল হক হীরা, মেহেরপুর জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, আনোয়ার ইব্রাহীম, আসাদুল আজম খোকন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে পৌছানো মাত্রই জেলা ও দায়রা জজ মোঃ শহীদুল্লাহকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান তারা।

মুজিবনগরে মসজিদ নির্মাণ নিয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন, এলাকাবসির মানববন্ধন

ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে মিথ্যা তথ্য দিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ও রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় একটি পত্রিকাতে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন এলাকাবাসি।

বুধবার (৯ নভেম্বর) বিকালে মুজিবনগর হাইওয়ে রোডের শিবপুর গ্রাম সংলগ্ন হিড়িগাড়ির মাঠ নামক স্থানে নির্মাণাধীন মসজিদের সামনে আধা ঘন্টাব্যপি এই মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে লিখিত বক্তব্য রাখেন সাবেক সেনা সদস্য ও মসজিদ নির্মাণ কমিটির সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম গাজী, মসজিদ কমিটির সহসভাপতি ও ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি বজলুর রশিদ গাইন, স্থানীয় সরকারি চাকুরীজীবি আনিসুজ্জামান শুভসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

তারা বলেন, মুজিবনগর বাইপাস সড়কের টেংরামারি ও শিবপুর মাঠের মধ্যে এলাকার সব্জীসহ অন্যান্য ফসল কেনার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন অর্ধশত ট্রাক নিয়ে আসেন। এখানে প্রতিনিয়ত ৪/৫ শ মানুষের সমাগম হয়ে থাকে। সেদিক বিবেচনা করে স্থানীয় মোনাখালি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইনের নেতৃত্বে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হিলিগাড়ির মাঠ নামক স্থানে একটি ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগকে সাগত জানিয়ে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হাজী গোলাম হোসেন মসজিদের জন্য একটি জমি দান করেন। সেই দানকৃত ও সরকারি খাস জমির উপর এলাকার মানুষজন মিলে মসজিদ নির্মাণ শুরু করেছেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয় আওয়ামীলীগের অপর নেতা মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে রবিউল ইসলাম।

পরে সে স্থানীয় আওয়ামীলীগের ইউনিয়ন সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইন, সাকেত সেনা সদস্য হাবিবসহ ৮/১০ জন সম্মানিয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের মাদক ব্যবসায়ী, ইভটিজিংকারী ও চাঁদাবাজ উল্লেখ করে মিথ্য কল্পকাহিণী লিখে উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এবং ১৪৫ ধারা জারি করে মসজিদটির নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পায়তারা করেন। রবিউল ইসলামের সাথে আতাঁত করে স্থানীয় পত্রিকা মাথাভাঙ্গাতে গত ২৯/১০/২০২২ ইং তারিখে একটি মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করার অভিযোগ তুলে এলাকার মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারা মিথ্যা আবেদনকারি রবিউল ইসলাম ও পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেন।

মানববন্ধনে বলেন, রবিউল ইসলাম একজন দুধর্ষ প্রকৃতির লোক। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। সে ১৯৭১ সালের পর নকশাল তৈরী করে এলাকায় চাঁদাবাজি, লুটতরাজ ও ডাকাতির মত ঘটনা ঘটিয়েছেন। সে একটি ডাকাতি মামলায় আদালত কর্তৃক ৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি। সম্প্রতি সে জেল থেকে জামিনে মুক্ত হয়। তার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু পরিবারের নারীদের যৌণ হয়রানিসহ নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। শুধু এই রবিউল মন্ডলের অত্যাচার ও নির্যাতনের কারনে এলাকার ২২ টি সংখ্যালঘু পরিবার গ্রাম ছেড়ে বল্লভপুর গ্রামে পালিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ করেন তারা।

এছাড়া সে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাম লেখানোর উদ্যোশ্যে তার আপন বড় ভাই নজরুল মন্ডলের চেয়ে ১ বছর বাড়িয়েছেন। ভোটার তালিকায় দেখা গেছে বড় ভাই নজরুল মন্ডলের জন্ম তারিখ ৫ ডিসেম্বর ১৯৫১ সাল। অথচ মেঝো হয়েও রবিউল ইসলাম তার জন্ম হয়েছে এক বছর আগে। তার জন্ম

তারিখ দেওয়া আছে ১ মে ১৯৫০ সাল। নিজে মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও এলাকার অনেকের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর জন্য টাকা নিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে বিরুদ্ধে। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তারা পত্রিকার সংবাদিক ও রবিউল মন্ডলের বিরুদ্ধে তিন জন ব্যক্তি মানহানি মামলা করেছেন বলেও জানান তারা।

মেহেরপুর মল্লিক পাড়ায় ফুড হাব এর উদ্বোধন

স্বল্প মূল্যে উন্নত খাবারের প্রত্যয় নিয়ে মেহেরপুর শহরের মল্লিক পুকুর পাড়ে স্থাপিত হয়েছে ফুড হাব নামের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্ট।

বুধবার সন্ধ্যার সময় মেহেরপুর মল্লিক পুকুর পাড়ে ফুড হাব রেস্টুরেন্টে এর উদ্বোধন করা হয়।

এসময় ফুড হাব রেস্টুরেন্টে স্বত্বাধিকারী সাকিব মাহমুদ বাপ্পি মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

ফুড হাব রেস্টুরেন্টে স্বত্বাধিকারী সাকিব মাহমুদ বাপ্পি বলেন আমার এই রেস্টুরেন্টে স্বল্প প্রাইজে উন্নতমানের খাবার যা মেহেরপুরে অন্য কোন রেস্টুরেন্টে পাওয়া যাবে না।

মেহেরপুরে আগাম শিম চাষে ঘুরে

দাড়িয়েছেন চাষীরা

সব্জীভান্ডার খ্যাত মেহেরপুর জেলায় চলতি মৌসুমে আগাম শিম চাষে ভাল ফলন ও দাম পাচ্ছেন চাষীরা।

বর্তমান বাজার দর ও আবহাওয়া ভাল থাকলে বিঘা প্রতি এক লাখ টাকা পর্যন্ত শিম বিক্রির আশা করছেন জেলার কৃষকরা।
মুজিবনগরের কোমরপুর, ইসলামপুর, গোপালপুর, টুঙ্গি, সোনাপুর, বলিয়ারপুর, আশরাফপুর, নুরপুরসহ আশেপাশের বিস্তির্ণ মাঠ জুড়ে দেখা যাচ্ছে শিমের বাগান।

যতারপুর গ্রামের শিম চাষী নাসির উদ্দীন বলেন, আমি ২ বিঘা জমিতে চাষ করেছি। তিনি বলেন এক বিঘা জমিতে শিম চাষ করতে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়। এক বিঘা জমিতে প্রায় ১০০ মন শিম উৎপাদন হয়ে থাকে।

যতারপুর গ্রামের ফিরাতুল ইসলামের ১ বিঘা, আব্দুল হান্নানের ২ বিঘা, লিটন হোসেনের ২ বিঘা, হারুন আলীর দেড় বিঘা, আশরাফ আলীর দেড় বিঘা, কাঁঠালপোতা গ্রামের আব্দুস সাত্তার মিয়ার দেড় বিঘা, রতন আলীর দেড় বিঘা, কামাল হোসেনের ৩ বিঘা, বাবলু হোসেনের আড়াই বিঘা, জমির উদ্দীনের ৩ বিঘা, পিরোজপুর গ্রামের উজির উদ্দীনের ২ বিঘা, আব্দুল গফুরের ২ বিঘাসহ এলাকার প্রায় ৭০০ চাষী শিম চাষী এই চাষ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। যতারপুর গ্রামের আব্দুল গফুর বলেন, এলাকার চাষীরা অটো, বিস্কুট, হাবিব জাতের শিম চাষ করে থাকেন।

কোমরপুর গ্রামের উজির আলী বলেন, এলাকা থেকে প্রতিদিন শতাধিক ট্রাক শিম দেশের বিভিন্ন এলাকায় যায়। বিশেষ করে ঢাকা, চিটাগাং, বরিশাল, সিলেট খুলনাতে এলাকার চাষীরা শিমের বাজার ধরে থাকে।

মেহেরপুর জেলায় চাষীদের কাছে অর্থকরী ফসল একটি শিম চাষ। শিম চাষ করে এলাকার অনেক চাষী তাদের ভাগ্য বদলিয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও চাষীরা আগাম শিম চাষ করেছে।

শি চাষী আব্দুস সাত্তার মিয়া জানান, এলাকার চাষীরা প্রথমদিকে ১২০ টাকা কেজি দরে সিম বিক্রি করেছেন। বর্তমানে শিম ৪৫-৫০ টাকা কেজি দরে পাইকারী বিক্রি করছে চাষী। ফলন ভাল হওয়ায় এই দামেই খুশি তারা। এবার বিঘা প্রতি শিম চাষে চাষীদের খরচ হয়েছে ২০-২৫ হাজার টাকা।

কৃষি বিভাগের হিসেবে এবার জেলায় আগাম শিম চাষ হয়েছে প্রায় ২০০ হেক্টর জমিতে।

চাষীরা জানান, ইতোমধ্যে শিমের ভাল দাম পেয়ে শিম বিক্রি করে খরচের টাকা তুলে নিয়েছেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শঙ্কর কুমার মুজুমদার জানান, এই ফলন যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য শিমের রোগবালাই প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে চাষীদের বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগের মাঠ কর্মীরা।

আমঝুপিতে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুরের আমঝুপিতে বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে এএলআরডি’র সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

গতকাল বুধবার সকালে মউকের হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক আজগর আলী, সাবেক ইউপি সদস্য শহীদুল্লাহ ও সমাজসেবক আব্দুর রকিব।

সভায় কৃষি উৎপাদন, সম্ভাব্য খাদ্য পরিস্থিতি ও খাদ্য নিরাপত্তা পারিবারিক কৃষি ও ক্ষুদ্র চাষীদের ভূমিকা, সংকট ও নাগরিকদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা উঠে আসে।

সভায় এলাকার ১২টি নারী জনসমবায় দলের ৩০জন দলীয় নেতা ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রকল্পের এনিমেটর মোঃ শাহিনুর হোসেন বিপ্লব।

মেহেরপুরে হুইল চেয়ার ও অনুদানের চেক বিতরণ

জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আর্থিক অনুদানের চেক ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়।

বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালি উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফজলে রাব্বি, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম।

অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে ৮৯ জনকে ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ টাকার চেক, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে ৭৫টি, জেলা সমাজসেবা কল্যাণ কমিটি থেকে ২০টি এবং মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২টিসহ মোট ৯৭টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়। এছাড়া প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে ৮টি এবং জেলা সমাজসেবা থেকে ৬টি মোট ১৪ টি হিয়ারিং এইড প্রদান করা হয়।

হুইল চেয়ার পেয়ে সদর উপজেলার নবিছদ্দিন সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, প্রতিবন্ধী হয়ে এখন আর কারো মুখোপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। নিজের ছোটখাটো কাজ গুলো নিজেই করতো পারবো।